রামকৃষ্ণ মিশন, ধলেশ্বর
RAMAKRISHNA MISSION · DHALESWAR

দৈনিক সংবাদ
আগরতলা · শনিবার
২৯ আশ্বিন ১৪৩৩ বাংলা

কুমারী পুজো

◆

নারীশক্তির আরাধনার চিরন্তন আখ্যান

স্বামী অমর্ত্যানন্দ · সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, ধলেশ্বর

ইতিহাস ও তাৎপর্য : শরতের ভোরে ঢাকের বোল ওঠে, শিউলির গন্ধে ভরে যায় বাতাস। অষ্টমীর সকাল মণ্ডপে ধূপ-ধুনোর গন্ধ, ঢাকের গুরুগম্ভীর বোল আর শঙ্খধ্বনির মাঝখানে সবার দৃষ্টি গিয়ে থামে একটি ছোট্ট মেয়ের ওপর। লাল পাড়ের শাড়িতে সাজানো সেই কন্যার কপালে চন্দনের তিলক, হাতে ফুল। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে ভক্তেরা তার পায়ে অঞ্জলি দেন। সেই মুহূর্তে সে আর পাড়ার পরিচিত খুকি নয়, ভক্তদের চোখে সে সাক্ষাৎ জগজ্জননী। দুর্গাপুজোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এই কুমারী পুজো আজও বাংলার উৎসবের এক আবেগঘন অধ্যায়।

কুমারী পুজো কী

তন্ত্রশাস্ত্র অনুসারে, অনধিক ষোলো বছর বয়সি, রজঃস্বলা হয়নি এমন কুমারী কন্যাকে দেবীজ্ঞানে পুজো করাই কুমারী পুজো। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা কুমারীর মাধ্যমে প্রকৃতির আরাধনা করতেন। তাদের দর্শনে প্রকৃতি ও নারী অভিন্ন, আর কুমারী সেই প্রকৃতিরই বীজ অবস্থা, অর্থাৎ নির্মল ও অকলুষ রূপ। ঋষিদের বিশ্বাস ছিল, মানুষের চৈতন্যময় মনেই ঈশ্বরের প্রভাব নিহিত। যাদের মন সৎ ও কলুষমুক্ত, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি। শিশু কুমারীদের মনে ছলনা নেই, সংসারের জটিলতা নেই। সেই সরলতা ও পবিত্রতার কারণেই দেবীর প্রতিনিধি হিসেবে তাদের বেছে নেওয়া হয়।

পুরাণের কাহিনি

শাস্ত্রমতে, কুমারী পুজোর উৎস কোলাসুর (মতান্তরে বানাসুর) বধের কাহিনিতে। কথিত আছে, অসুর কোলাসুর একসময় স্বর্গ ও মর্ত্য দখল করে নিলে বিপন্ন দেবতারা মহাকালীর শরণাপন্ন হন। তাদের কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে দেবী মানবকন্যারূপে জন্ম নেন এবং কুমারী অবস্থাতেই কোলাসুরকে বধ করেন। এই কাহিনির মর্মার্থ, নারীশক্তি যে কোনও অশুভ শক্তির চেয়ে প্রবল।

দর্শনের গভীরে

কুমারী পুজোর মূল দার্শনিক তত্ত্ব হলো নারীর মধ্যে পরমার্থের দর্শন ও অর্জন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের যে ক্রিয়া অবিরাম চলছে, তার চালিকা ত্রিবিধ শক্তি বীজ আকারে কুমারীর মধ্যে নিহিত বলে বিশ্বাস করা হয়। একটি ক্ষুদ্র বীজের ভেতরে যেমন লুকিয়ে থাকে বিশাল বৃক্ষ, তেমনি কুমারীর মধ্যে সুপ্ত থাকে সৃষ্টির অনন্ত সম্ভাবনা। তাই কুমারী বা নারীতে দেবীভাব আরোপ করে সাধনার রীতি।

এই ভাবনার এক বিখ্যাত দৃষ্টান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী, তিনি নিজের স্ত্রী সারদা দেবীকে ষোড়শীরূপে পুজো করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, সব স্ত্রীলোকই ভগবতীর এক একটি রূপ, তবে শুদ্ধচিত্ত কুমারীর মধ্যে ভগবতীর প্রকাশ সবচেয়ে বেশি।

বাংলার দুর্গোৎসবে কুমারী পুজো দুর্গাপুজোয় অষ্টমী বা নবমীতে সাধারণত পাঁচ থেকে সাত বছরের একটি কুমারীকে প্রতিমার পাশে বসিয়ে পুজো করা হয়। বেলুড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের কুমারী পুজো বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন, যেখানে প্রতি বছর বহু ভক্তের সমাগম ঘটে। বাংলার বাইরে নেপাল ও উত্তর-পূর্ব ভারতেও বিভিন্ন স্থিতিতে এই পুজোর প্রচলন আছে।

দুর্গাপ্রতিমা · রামকৃষ্ণ মিশন, ধলেশ্বর

মাতৃরূপে ঈশ্বর

চণ্ডীর বিখ্যাত স্তবে বলা হয়েছে :

> যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
> নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥
>
> *অর্থাৎ যে দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে বিরাজমান, তাঁকে বারবার প্রণাম।*

সর্বব্যাপী ঈশ্বরকে মাতৃভাবে আরাধনা করার জন্যই কুমারী পুজো। এখানে ঈশ্বর দূরের কোনো অধরা সত্তা নন, তিনি মায়ের মতো আপন ও স্নেহময়ী।

মানুষের আত্মসম্মান

কুমারী পুজোর আরেকটি তাৎপর্য হলো, এর মাধ্যমে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ নিজেকে শ্রদ্ধা জানায়। কারণ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, আর নারীত্বের মধ্যে সেই দিব্যসত্তার প্রকাশ সবচেয়ে নির্মল।

সমকালীন প্রেক্ষাপটে

আজকের সমাজে নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন যখন বারবার উঠছে, তখন কুমারী পুজোর বার্তা আরও প্রাসঙ্গিক। যাঁকে আমরা বছরে একবার দেবী বলে প্রণাম করি, বছরের বাকি দিনগুলোতেও তাঁকে সম্মান ও সুরক্ষা দেওয়াই এই পুজোর প্রকৃত সার্থকতা। পুজোর সময় কুমারীর সম্মতি, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার দিকেও আয়োজকদের সজাগ থাকা জরুরি, কারণ শিশুর কল্যাণই এই আরাধনার ভিত্তি।

যুগ বদলায়, সমাজ বদলায়, কিন্তু মণ্ডপের সেই ছোট্ট মেয়েটির সামনে মাথা নত করার অভিজ্ঞতা বদলায় না। সে মুহূর্তে আমরা নত হই জীবন, প্রকৃতি ও মাতৃত্বের মহিমার সামনে। কুমারী পুজো তাই কেবল একটি ধর্মীয় আচার নয়, নারীকে দেবীর মর্যাদায় দেখার এক চিরন্তন শিক্ষা।